গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৯৯.০৮৮.২০১৭- ৬২৪ তারিখ: ০৩ জুন ২০২১ খ্রি.

বিষয় : ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা মহানগরীর খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৮ মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ পৃষ্ঠা।

(মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০৩৭০
watersupply_02@yahoo.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২। মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৪। অতিরিক্ত সচিব, (নগর উন্নয়ন/পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
৭। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
৮। যুগ্মসচিব (পানি সরবরাহ/নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯। জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১০। পরিচালক (উন্নয়ন), ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রুটিন দায়িত্বে)

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

বিষয়ঃ ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা মহানগরীর খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখ ও সময় : ১৮ মে ২০২১ (মঙ্গলবার), বিকাল- ৩:০০ টা।

মাধ্যম : Zoom App

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীর বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং ঢাকা মহানগরীর জনগণের পরিবেশসম্মত বসবাসের জন্য বিদ্যমান ৪৩টি খাল সচল রাখা প্রয়োজন। এ সকল খালগুলোর অবৈধ দখল অংশ উদ্ধার করা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন বলে তারা মনে করছেন। বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ করেও অবৈধ দখলমুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি কিংবা আংশিক অবৈধ দখলমুক্ত করা হলেও পরবর্তীতে তা আবার বেদখল হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন জনপ্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বিধায় সকল খাল পুনরুদ্ধার করে জনমানুষের আকাঙ্খা পূরণের জন্য সিটি কর্পোরেশন ভালো ভুমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ইতোমধ্যে ঢাকা ওয়াসার আওতার ২৬টি খালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই খালগুলো হতে অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করতে উভয় সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সমাজহিতৈষি ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণকে সাথে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ভালো কাজ করেছে। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীর অবশিষ্ট খালগুলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হলে ঢাকা মহানগরীর খাল এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোর ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিনন্দন ও টেকসই করা সম্ভব হবে আমি মনে করি। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে খালগুলি মশক প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় অবশিষ্ট খাল যে খালসমূহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে, সেগুলিও দ্রুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে যদি সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা যায়, তাহলে সিটি কর্পোরেশন ইতিমধ্যে ওয়াসা থেকে গৃহিত খালগুলির মত এগুলিতেও উদ্ধার কাজ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করলে মশক প্রজননরোধ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ভাল ভুমিকা রাখতে পারবে। সেই জন্য এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। আপনারা সবাই উক্ত সভায় যোগদান করায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা স্বস্ব অবস্থান থেকে কি করে দ্রুত এই কাজটি করা যায়, সে আঙ্গিকে বক্তব্য প্রদান করবেন। সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগকে আহ্বান জানান।

২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, মাননীয় প্রধামন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ঢাকা ওয়াসার আওতায় বিদ্যমান ২৬টি খালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অধিক্ষেত্র অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। খাল হস্তান্তরের পর হতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ খালের বর্জ্য নিস্কাশন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। তিনি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতায় ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান অবশিষ্ট ১৭টি খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ঢাকা ওয়াসা হতে হস্তান্তরিত খালের বিষয়ে ঢাকা

দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রদ্বয়কে অনুরোধ জানান।

৩। মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ঢাকা ওয়াসার আওতায় রক্ষণাবেক্ষণকৃত খালের দায়িত্ব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। গত ০২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে প্রাপ্ত খালগুলো প্রাথমিকভাবে পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পান্থপথ বক্স কালভার্ট, সেগুনবাগিচা বক্সকালভার্ট, পরিবাগ বক্স কালভার্ট এবং ধোলাই খালের বক্স কালভার্ট পরিষ্কার করা হয়েছে এবং মান্ডা, জিরানি, শ্যামপুর, কালুনগর এই ৪টি খাল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা হয়েছে ও খালের পাড়ে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, খালের সীমানা নির্ধারণ করে সীমানা বেষ্টনী নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত কমলাপুর এবং ধোলাইখাল পাম্প স্টেশন সচল করা হয়েছে এবং দৈনিক ৩ বার পাম্প চালিয়ে পানি নিষ্কাশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত বৃহৎ এবং স্বল্প পরিসরের নালা ও নর্দমা পরিষ্কারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ষাকাল শুরুর পূর্বে এই পরিষ্কারের কার্যক্রম সমাপ্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, ৫৩টি স্লুইচগেটের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজাবাজার এবং গ্রীনরোড এলাকা জলাবদ্ধতা হতে মুক্ত রাখার জন্য হাতিরঝিলে পানি নিষ্কাশনের জন্য পানি নিষ্কাশনের মুখ খোলা রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্যযাত্রাবাড়ী-কাজলা এলাকায় পানি নিষ্কাশনের জন্য বিদ্যমান খালের অংশবিশেষ বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে যাত্রাবাড়ী, কাজলা ও শনির আখরা এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন খাল এবং ড্রেনেজ বিষয়ে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরবাসীকে জলাবদ্ধতার হাত হতে মুক্ত রাখা যাবে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন স্থাপনা যেমন: আহসান মঞ্জিল ও লালকুঠির সামনের সড়ক হতে লঞ্চ টার্মিনাল অপসারণ ও লঞ্চ ঘাট সরিয়ে দিলে ঐতিহ্যবাহী এ সকল স্থাপনা নদী হতে দৃশ্যমান হবে। তিনি খিলগাঁও তালতলা এলাকায় বিদ্যমান ঝিলের দায়িত্ব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ জলাশয়ের দায়িত্ব পেলে এটি অবৈধ দখলমুক্ত করে এর উন্নয়ন করা হবে এবং নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ধন করে এ এলাকার জনগণের জন্য এটিকে একটি পর্যটন স্পটে পরিণত করা যাবে মর্মে উল্লেখ করন।

৪। মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানান যে, গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ঢাকা ওয়াসার আওতায় রক্ষণাবেক্ষণকৃত খালের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর হতে খাল নিষ্কাশনসহ এর সার্বিক উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং খাল রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিক কলোনী খাল এলাকায় এখন আর জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় না। কল্যাণপুর খালে ১৭৩ একর জমির মধ্যে ঢাকা ওয়াসার রয়েছে ৫৩ একর জমি। এর মধ্যে ৩ একর জমি বাদে অবশিষ্ট ৫০ একর জমি অবৈধ দখল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, নৌ-সদর দপ্তরের সামনের এলাকা, বিজয় সরণী, মগবাজার, উত্তরা ৪ নং সেক্টর ইত্যাদি এলাকার জলাবদ্ধতার সমাধান করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে হস্তান্তরিত ১৮০ কিলোমিটার স্টর্ম স্যুয়ার লাইন পরিষ্কার করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব তহবিল হতে ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার টন ভাসমান বর্জ্য এবং খালের তলদেশ হতে ১০ হাজার টন কঠিন বর্জ্য অপসারণ করেছে। তিনি বলেন, উত্তরা এলাকায় খালকে লেকে

পরিবর্তন করায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। হাতিরঝিলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য হাতিরঝিলের উভয়পাশে বিদ্যমান SSDS লাইন পরিস্কারকরণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, দ্রুত লাইন ক্লিনিং এবং মিরপুর ডিওএইচএস এর উত্তর-পূর্ব কর্ণারে বাউনিয়া খাল হতে দিগুন খাল পর্যন্ত সংযোগখালটি উন্মুক্তকরণ এবং সচল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে, ১৮ নং সেক্টরে দিয়াবাড়ীতে মেট্রো-রেলস্টেশন নির্মাণকালে খালের প্রায় ৫০ মিটার জায়গা ভরাট করার ফলে খালটি অকার্যকর হয়ে গেছে। খালে উপর বাঁধ অপসারণ এবং ভারটকৃত জায়গা খননের মাধ্যমে উক্ত খালটি সচল রাখার বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড-কে অনুরোধ করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান।

৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, নদী এবং খালের প্রবাহ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন উন্নত শহরের উদাহরণ টেনে এনে ঢাকা শহরের ভিতর খাল এবং চারপাশে বিদ্যমান নদীগুলোকে জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজে লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করনে। এর ফলে ঢাকা শহরের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মহানগরীতে বসবাসরত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমন্বিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, আহসান মঞ্জিল ও লালকুঠিসহ বিভিন্ন ঐতিয্যবাহী স্থাপনা নদী হতে দৃশ্যমান করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় গুলশান, বানানী, বারিধারা ও উত্তরা এলাকায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে খাল ও জলাশয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানতে চান। তিনি খিলগাঁও তালতলা এলাকায় বিদ্যমান ঝিলের দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর সৌন্দর্য বর্ধণ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের প্রস্তাবনার সাথে একমত পোষণ করেন।

৭। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতার নিরসনে খালগুলোর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের জন্য ও খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ, পরিস্কারকরণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বিদ্যমান খাল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভা আয়োজন অত্যান্ত সময়োপযোগী মর্মে জানান। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে বিদ্যমান খালগুলোর অবৈধ দখল উচ্ছেদ, পরিস্কার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারলে খালের প্রবাহ বজায় রাখাসহ জলাবদ্ধতার হাত হতে মুক্ত রাখা যেতে পারে। তিনি বলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিদ্যমান খাল, রেগুলেটর ও প্রকল্প ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

৮। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, ঢাকা মহানগরীর কালুনগর এবং বেগুনবাড়ী খাল খনন ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৭টি খালের উপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইচগেট, রেগুলেটর ইত্যাদি পানি নিষ্কাশনের বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে বর্ণিত খালসহ বিভিন্ন স্থাপনা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলো যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের এখতিয়ারভুক্ত সুতরাং এ খালগুলোর দায়িত্ব

সিটি কর্পোরেশনের আওতায়ভুক্ত রাখা সমীচীন হবে। এ বিষয়ে যে কোন কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন হলে পানি উন্নয়ন বোর্ড সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করবে মর্মে তিনি জানান।

৯। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, সভার আলোচ্য বিষয়ের সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। তবে খালের পানি প্রবাহিত হয়ে নদীতে নিষ্কাশিত হয়, সুতরাং যেখানে নদীর সাথে খাল মিলিত হয়েছে সেখানে নদী দূষণের কারণ যেন খাল না হয় সেটি দেখা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান ৪৩টি খালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন ২৬টি খালের দায়িত্ব ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি খালের দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য এ সভায় আয়োজন করা হয়েছে; যা একটি সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত। তিনি ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে ঢাকা মহানগরবাসীর মধ্যে খাল ও জলাশয় সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন।

১০। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বলেন, আসন্ন বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল হস্তান্তর নিয়ে সভার আয়োজন সময়োপযোগী হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা ওয়াসার আওতায় বিদ্যমান খাল ইতোমধ্যে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এ খালের অবৈধ দখলমুক্ত করাসহ সংস্কার কার্যক্রমের চিত্র ঢাকা মহানগরবাসীর নিকট দৃশ্যমান হয়েছে। তিনি বলেন, রাজউকের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণকৃত খাল এবং জলাশয় হস্তান্তরের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে সভায় বক্তব্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, সোনারগাঁও হোটেলের পশ্চিমপাশে বিদ্যমান স্লুইচগেট খুলে দেয়া হবে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়।

১১। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বলেন, রাজউকের আওতায় দিয়াবাড়ী, বোয়ালিয়া ও ডুমনি খাল এবং গুলশান-বনানী এলাকায় বিদ্যমান খাল সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অবহিত করা হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের নিকট রাজউকের আওতায় বিদ্যমান খাল এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হস্তান্তরের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় সভায় ইতোমধ্যে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি হাতিরঝিলের ১১টি পানি নিষ্কাশনের মুখ উন্মুক্ত করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করেন।

১২। সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ঢাকা মহানগরীর অবশিষ্ট খালগুলো হস্তান্তরের বিষয়ে কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, খালগুলো হস্তারের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, রাজউক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এ কমিটি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবে মর্মে তিনি জানান। হাতিরঝিলে পানি নিষ্কাশনের গেট উন্মুক্ত করার বিষয়ে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা না করে যাত্রাবাড়ী-কাজলা এলাকায় পানি নিষ্কাশনের জন্য বিদ্যমান খালের অংশ বন্ধ রেখেছে তা উন্মুক্ত করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া প্রয়োজন।

১৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক)	ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা মহানগরীর খাল, প্রাকৃতিক জলাশয় এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন সংক্রান্ত স্থাপনা হস্তান্তরের বিষয়ে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ (১) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সভাপতি (২-৪) প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা) - সদস্য (৫-৭) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা ওয়াসা - সদস্য (৮) প্রধান প্রকৌশলী, সেন্ট্রাল জোন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য (৯) সদস্য (পরিকল্পনা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - সদস্য (১০) জেলা প্রশাসক, ঢাকা - সদস্য (১১) উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য সচিব এ কমিটি খাল, প্রাকৃতিক জলাশয় এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন সংক্রান্ত স্থাপনা হস্তান্তরের রূপরেখা এবং কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের বিষয়ে কমিটি গঠনের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
(খ)	হাতিরঝিলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য হাতিরঝিলে স্লুইচগেট উন্মুক্ত করতে হবে	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
(গ)	যাত্রাবাড়ী-কাজলা এলাকায় পানি নিস্কাশনের জন্য বিদ্যমান খালের বন্ধ অংশ খুলে দেয়ার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(ঘ)	বাউনিয়া খাল হতে দিগুন খাল পর্যন্ত সংযোগ খালটি উন্মুক্তকরণ এবং সচল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
(ঙ)	১৮ নং সেক্টরে দিয়াবাড়ীতে মেট্রো-রেলস্টেশন নির্মাণকালে ভরাটকৃত খালের উপর বাঁধ অপসারণ এবং বিকল্প খননের মাধ্যমে উক্ত খালটি সচল রাখার বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড।

১৪। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪/৮/২০২৪

মো: তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়